ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৯২১(আগরতলা ১৬।০৮)
উদয়পুর, ধর্মনগর, জিরানীয়া, কাঞ্চনপুর,
কৈলাসহর, তেলিয়ামুড়া, বিলোনীয়া, বিশ্রামগঞ্জ,
আমবাসা, খোয়াই, সোনামুড়া, মোহনপুর,
বিশালগড়, কমলপুর, অমরপুর, পানিসাগর,
করবুক, কুমারঘাট, ১৬ আগস্ট, ২০২৪

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় গতকাল রাজ্যের জেলা ও মহকুমাগুলিতে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। জেলা ও মহকুমাগুলির মূল অনুষ্ঠানগুলিতে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তাছাড়া স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে জেলা ও মহকুমায় প্রভাত ফেরি, সুর্যোদয়ের সাথে সাথে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, ক্যুইজ, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার আয়োজন এবং হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, অনাথ আশ্রম ও সংশোধনাগারগুলিতে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। তাছাড়াও সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উদয়পুর ঃ গোমতী জেলাভিত্তিক ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এখানে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় কুচাকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের কথা স্মরণ করে বলেন স্বাধীনতা দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের সার্বিক বিকাশে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক প্রমুখ। এদিন উদয়পুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়।

ধর্মনগর ঃ উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিবিআই ময়দানে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। অধ্যক্ষ শ্রী সেন আরক্ষা বাহিনীর কুচাকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অধ্যক্ষ শ্রী সেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, যোগাযোগের ক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক যাদবলাল নাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু নাথ, অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে, জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরিমিয়া দারলং, ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া প্রমুখ।

জিরানীয়া ঃ জিরানীয়া মহকুমা ভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বীরেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর পর্যটন মন্ত্রী সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন।

২য় পাতায়

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প নিয়েও তিনি আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমলকৃষ্ণ কলই প্রমুখ।

কাঞ্চনপুর ঃ কাঞ্চনপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা থেকে ভারতবর্ষকে যেসকল বীর সন্তানরা মুক্ত করেছে তাঁদের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। তবেই দেশ স্থায়ীভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। তিনি সকলকে নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, এমডিসি স্বপ্না রাণী দাস, কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ কে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আর দেশাই প্রমুখ।

কৈলাসহর ঃ রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় স্টেডিয়ামে ঊনকোটি জেলাভিত্তিক ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে তিনি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ক্রীড়ামন্ত্রী সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা, পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গির, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার প্রমুখ।

তেলিয়ামুড়া ঃ তেলিয়ামুড়া মহকুমায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শহীদ ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর সরকারি মুখ্য সচেতক শ্রীমতি রায় সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায়, মহকুমা শাসক শীর্ষেন্দু দেববর্মা প্রমুখ।

বিলোনীয়া ঃ বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। পতাকা উত্তোলনের পর সমবায় মন্ত্রী সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জনগণের জন্য স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, পানীয়জল, বিদ্যুৎ এবং কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করে চলছে। অনুষ্ঠানে ২১ জন সরকারি কর্মচারিকে কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ‘আজাদি কে রঙ হামারে সঙ’ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য জেলার ৩টি বিদ্যালয়কেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। গত ১১ আগস্ট একজন ডুবন্ত মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য সুশান্ত ভট্ট াচার্যকে অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

৩য় পাতায়

অনুষ্ঠানে বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক অশোক মিত্র, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারাপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলাশাসক ও সমাহর্তা স্মিতা মল, পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্রামগঞ্জ ঃ সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় চড়িলামের দীনদয়াল উপাধ্যায় মিনি স্টেডিয়ামে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। পতাকা উত্তোলনের পর বনমন্ত্রী সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মেক ইন ইন্ডিয়া অভিযানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বিভিন্ন কাজে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে সিপাহীজলার জেলশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় শচীন দেববর্মণ স্মৃতি হলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আমবাসা ঃ ধলাই জেলাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর মৎস্য মন্ত্রী সমবেত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মৎস্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকারের সদিচ্ছায় আজ রাজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। এই উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান রাখেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজু বাহিদ এ, পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সফলতা অর্জনের জন্য ২৭টি বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হয়।

খোয়াই ঃ খোয়াই জেলায় গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৮-তম স্বাধীনতা দিবস খোয়াই বিমানবন্দর মাঠে উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। পতাকা উত্তোলনের পর জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক চাঁন্দনী চন্দ্রন, পুলিশ সুপার ডা. রমেশ যাদব, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক মেঘা জৈন প্রমুখ।

সোনামুড়া ঃ সোনামুড়া মহকুমা ভিত্তিক ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ। পতাকা উত্তোলনের পর তিনি সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী, সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অরূপ দেব প্রমুখ।

মোহনপুর ঃ মোহনপুর মহকুমায় গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারাপার্সন অনিতা দেবনাথ, ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিজয় সেন প্রমুখ।

বিশালগড় ঃ বিশালগড় মহকুমায় গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে।

৪র্থ পাতায়

এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক সুশান্ত দেব সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

কমলপুর ঃ কমলপুর মহকুমায় গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক মনোজকান্তি দেব সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, মহকুমা শাসক এল দারলং, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আয়ুষ্মান শ্রীবাস্তব প্রমুখ।

অমরপুর ঃ অমরপুর মহকুমায় গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় চন্ডীবাড়ি মাঠে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক রঞ্জিত দাস সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত ১৪ আগস্ট অমরসাগর দীঘিতে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পানিসাগর ঃ পানিসাগর মহকুমায় গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিবেকানন্দ মুক্তমঞ্চ প্রাঙ্গণে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা প্রমুখ। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এদিন সকালে পানিসাগরে তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। তিরঙ্গা র‍্যালিটি পানিসাগর সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, স্বাধীনতা দিবস দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং একতা ও সৌভ্রাতৃত্বকে সুদৃঢ় করার অঙ্গীকার নেওয়ার দিন।

করবুক ঃ করবুক মহকুমায় গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করবুক বিএসি'র ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব কুমার ত্রিপুরা, মহকুমা শাসক পার্থ দাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমনজয় রিয়াং, করবুক ব্লকের বিডিও দিব্যেন্দু দাস প্রমুখ। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে করবুক মহকুমায় গত ১৪ আগস্ট তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

কুমারঘাট ঃ কুমারঘাট মহকুমায় গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পিডব্লিউডি মাঠে। এখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, পুর পারিষদগণ, মহকুমা শাসক এন এস চাকমা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমল দেববর্মা, আম্বেদকর মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. সুব্রত সাহা প্রমুখ। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে কুমারঘাট মহকুমায় গত ১৪ আগস্ট তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। কুমারঘাট মহকুমা শাসক কার্যালয় থেকে এই তিরঙ্গা যাত্রা বিভিন্নপথ পরিক্রমা করে পুনরায় মহকুমা শাসক কার্যালয়ে এসে সমবেত হয়। তিরঙ্গা যাত্রায় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, মহকুমা শাসক এন এস চাকমা এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও যুবারা অংশ নেন।

****